উপকূলীয় চরাঞ্চলে উন্নত ব্যবস্থাপনায় মহিষ পালনের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদন, আয় বৃদ্ধি ও কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায়
Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) Project
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

বাস্তবায়নে
SDI সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই)

উপকূলীয় চরাঞ্চলে উন্নত ব্যবস্থাপনায় মহিষ পালনের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদন, আয় বৃদ্ধি ও কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

উপদেষ্টা
জনাব সামছুল হক
নির্বাহী পরিচালক

রচনায়
ডাঃ মোঃ আশরাফুজ্জামান
টেকনিক্যাল অফিসার, ভ্যালু চেইন প্রকল্প,
এসডিআই, উড়িরচর শাখা, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।

সম্পাদনায়
মোঃ কামরুজ্জামান
প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর
এসডিআই, ঢাকা।

সর্বস্বত্ত্ব ঃ প্রকাশক
এসডিআই

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর, ২০১৩

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ঃ
Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) Project
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

বাস্তবায়নেঃ
সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই)
২/৪ ব্লক-সি, শাহজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

মুদ্রণ ঃ এ্যাড ইন্টারন্যাশনাল

সূচিপত্র

নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	ভূমিকা	৪
২	অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিষ পালন	৫
৩	মহিষ ও গরুর দুধের তুলনামূলক পুষ্টিমান	৬
৪	মহিষের মাংসের পুষ্টিমান	৬
৫	মহিষ পরিচিতি	৬
৬	মহিষের জাত পরিচিতি	৭
৭	মহিষের রোগ সমূহ	৮
৮	প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট	১২
৯	প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী	১২
১০	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৩
১১	প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ	১৪
১২	প্রকল্পের লক্ষ্য ও অর্জন	১৮
১৩	প্রকল্পের প্রভাব	১৮
১৪	উপসংহার	২৪

বাণী

নির্বাহী পরিচালক,
সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই)।

বাংলাদেশ একটি নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার দেশ। কৃষি প্রধান এদেশে কৃষকেরা কৃষিকাজের পাশাপাশি সারাবছর ব্যাপী বিভিন্ন ধরনের প্রাণি লালন পালন করে থাকে। মানুষের চাহিদা পূরণে প্রাণিসম্পদ সেক্টরে দুধ, মাংস ও ডিম সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। প্রাণিসম্পদ মানুষের অতীব প্রয়োজনীয় খাদ্যের মূল্যবান আমিষ সরবরাহ করে শারিরীক গঠনে ভুমিকা রাখছে। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ, এদেশের বেশিরভাগ মানুষই কারিগরি জ্ঞান ও উচ্চ শিক্ষা থেকে অনেকটা পিছিয়ে আছে। ফলে অনেক মানুষই কর্মহীন বেকার জীবন যাপন করছে। কিন্তু প্রাণিসম্পদ খামার কর্মহীন বেকারকে কর্মের সুযোগ করে দিচ্ছে যা সমৃদ্ধ জীবন যাপনে সহায়ক ভুমিকা রয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে মহিষ অতি মূল্যবান প্রাণিসম্পদ। গ্রীষ্মপ্রধান ও অগ্রীষ্মপ্রধান এলাকার দেশসমূহ মহিষ পালনের জন্যে সমভাবে উপযোগী। বিশ্বের সিংহভাগ ও উন্নত মহিষের বসবাস এশীয়ায়, বিশেষ করে ভারত, পাকিস্থান ও চীনে। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও ভুপ্রকৃতি মহিষ পালনের জন্য খুবই উপযোগী। তাছাড়া গরুর চেয়ে মহিষ পালন অনেক বেশি সুবিধাজনক। মহিষের রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা বেশি ফলে মৃত্যু হার কম। মহিষ সহজেই নিম্ন মানের খাবার খেয়ে হজম করতে পারে এবং দেহ বৃদ্ধি অক্ষুন্ন রাখতে পারে । এদের বাসস্থান ব্যয় অত্যন্ত কম এবং পরিচর্যা করাও সহজ । অন্যদিকে মহিষ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি মাংস পাওয়া যায়, অপেক্ষাকৃত ভাবে বেশি সংখ্যক বাচ্চা জন্ম দেয়। নানাবিধ দুগ্ধজাত পন্য উৎপাদনের জন্যে মহিষের দুধ বেশি উপযোগী ও গুণসমৃদ্ধ। ইতিমধ্যে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলাদেশের সার্বিক আবহাওয়ায় লাভজনক ভাবে মহিষ পালন সম্ভব। এদেশে মহিষ পালন সম্প্রসারণের মাধ্যমে খামারীদের উল্লেখযোগ্য হারে আয়বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে।

মহিষ ২য় বৃহত্তর দুধ উৎপাদনকারী প্রাণি। এ ছাড়া গরুর তুলনায় মহিষ পালনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এদেশের মহিষ পালনের বিপুল সম্ভবনার দিকটি এ যাবত ব্যপক সংখ্যক কৃষক কিম্বা পরিকল্পনাবিদদেরও যথাযত দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারেনি।এখন জনসংখ্যার চাপে বাংলাদেশে পশুর চারনভুমি প্রায়ই নেই বললে চলে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উপকুলীয় বিরান চরাঞ্চল যা মহিষের আদর্শ চারনভুমি হিসেবে খুবই উপযোগী। এ অঞ্চলে ব্যাপক আকারে কিছুটা আধুনিক পদ্ধতিতে লাভজনক মহিষের খামার গড়ে তোলার চমকপ্রদ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা রয়েছে।

এ সম্ভবনাকে কাজে লাগিয়ে খামারীদেরকে প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে লাভজনক ভাবে মহিষ পালনে খামারীদের উদ্বুদ্ধকরার বিশেষ সুযোগ রয়েছে। পিকেএসএফ এর ফেডেক প্রকল্পের অর্থায়নে "উপকূলীয় চরাঞ্চলে প্রচলিত পদ্ধতিতে উন্নত ব্যবস্থাপনায় মহিষ পালনের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদন, আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্ম -সংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পটি সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই) বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০০ জন খামারীকে মহিষ পালনের উপর প্রশিক্ষণ, উপকরণ এবং সার্বক্ষণিক কারিগরী সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্প গ্রহনের ফলে কৃষকের আয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের কর্যক্রমসমুহ ,অর্জন এবং প্রভাবমূল্যায়নসহ সার্বিক বিষয় নিয়ে মূল্যায়নভিত্তিক এ পুস্তিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। মহিষ পালন উপযোগী অঞ্চলে মহিষের খামার সম্প্রসারণের মাধ্যমে খামারীদের আয়বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আমার বিশ্বাস। উন্নত ব্যবস্থাপনায় মহিষ পালনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও খামারীদের আয়বৃদ্ধিকরণে ফাউন্ডেশনের এ সমপোযোগী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

সামছুল হক
নির্বাহী পরিচালক,
সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই)।

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং মানুষের অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা পূরণে প্রাণিসম্পদ দুধ, মাংস, ও ডিম সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভুমিকা পালন করছে। বর্তমানে প্রাণিসম্পদ জিডিপিতে ২.৬৭% অবদান রাখছে। কৃষি এখনো অনেকাংশে প্রাণিসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। প্রাণিসম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে ভারী কাজে, খাদ্যের মূল্যবান আমিষ, সার, জ্বালানি, গ্রামীণ পরিবহন এবং কলকারখানার কাঁচামাল ইত্যাদিতে ব্যাপক ভুমিকা রাখছে। প্রাণিসম্পদ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশেরে শতকরা ২০ ভাগ লোক সার্বক্ষনিক এবং ৫০ ভাগ লোক কোন না কোন ভাবে প্রাণিসম্পদের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশে গরু ,মহিষ, ছাগল, ভেড়া, মুরগি ও হাঁসের সংখ্যা যথাক্রমে ২৩.১২মিলিয়ন, ১.৩৯ মিলিয়ন, ২৪.১৫ মিলিয়ন, ৩.০মিলিয়ন,২৩৪.৬৮মিলিয়ন ও ৪৪.১২মিলিয়ন। মহিষ মূল্যবান গৃহপালিত প্রাণিসম্পদ। এশিয়া মহাদেশের মহিষ এ অঞ্চলে শতকরা প্রায় ৩৭ ভাগ দুধ উৎপাদন করে। মহিষের এক লিটার দুধ গুনগত মানের দিক থেকে গরুর প্রায় দুই লিটার দুধের সমান। মহিষ বাংলাদেশর প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। তবে বেশি পাওয়া যায়, যেমন আখ চাষ এলাকায়, পাহাড়ি অঞ্চলে, উপকুলীয় অঞ্চলে এবং বিল-হাওর অঞ্চলে। উল্লেখ্য, ডেইরি মহিষ বেশিরভাগ পাওয়া যায় যেমন: ব্রহ্মপুত্র-যমুনা বন্যা কবলিত এবং মেঘনা গঙ্গা উপত্যকায় এবং যেসব অঞ্চলে নদী আছে সেসব অঞ্চলে যেমন: রংপুর ,বগুড়া, জামালপুর এবং ময়মনসিংহ জেলায়। এ ছাড়া উপকুলীয় অঞ্চল যেমন: ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম এবং বরগুনা জেলায় পাওয়া যায়। উপকুলীয় অঞ্চলের মধ্যে প্রকল্প অঞ্চল চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার উড়িরচর মহিষ পালনের জন্যে প্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলের প্রায় দুই হাজার পরিবার দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত পদ্ধতিতে মহিষ পালন করে আসছে। প্রকল্প অঞ্চলটিতে অন্য অঞ্চল থেকে গবাদি পশুর প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান বেশী থাকায় অধিকাংশ পরিবার আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড হিসেবে মহিষ পালন করে আসছে। যদিও দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলর মানুষ মহিষ পালন করে আসছে তথাপি এলাকাটি বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল বলে জনগণ অপেক্ষাকৃত কম সচেতন। ফলে মহিষ পালনের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা যেমন: সঠিক জাতের মহিষ নির্বাচন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বাসস্থান ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অনুসরণ না করে মহিষ পালন করে আসছে এছাড়া প্রকল্প এলাকাটি বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল হওয়ায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় (ট্রলার একমাত্র যানবাহন যা জোয়ার ভাটার উপর নির্ভর করে) মহিষ পালেন সাথে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা সর্ম্পকিত প্রয়োজনীয় সহায়তা মহিষ পালনকারীদের সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণের সুযোগ কম। বর্ণিত বিষয় দুটির কারণে প্রকল্প এলাকায় মহিষের মৃত্যুর হার অধিক। যদি প্রকল্প এলাকায় খামারীদের প্রয়োজনীয় কারিগরী ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের মহিষ পালনের উন্নত ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে দক্ষ করে তোলা যায় এবং প্রকল্প এলাকায় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা যায় তবে মহিষের মৃত্যুর হার হ্রাস করা, মহিষের দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং খামারীদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বর্ণিত বিষয়গুলোর বিবেচনায়, মহিষ পালন উপ–খাতের উন্নয়নে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার উড়িরচরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা "এসডিআই" এর মাধ্যমে " উপকূলীয় চরাঞ্চলে প্রচলিত পদ্ধতিতে উন্নত ব্যবস্থাপনায় মহিষ পালনের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদন, আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প " শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পটি গ্রহণ করে। পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরী সহযোগীয় সহযোগী সংস্থা "এসডিআই" ১ বছর মেয়দী প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিষ পালন

মহিষ মূল্যবান গৃহপালিত প্রাণিসম্পদ। গ্রীষ্মপ্রধান ও অগ্রীষ্মপ্রধান এলাকার দেশসমূহ মহিষ পালনের উপযোগী। তবে ভারত উপমহাদেশ হচ্ছে বিশ্বের মহিষ উৎপাদনের উর্বরভুমি । তাই বাংলাদেশে মহিষ পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে মহিষের মাংস, দুধ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক গুরুত্ব দেয়া হল। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কোন না কোন ভাবেই কৃষি কাজের সাথে জড়িত। কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। মহিষ পালন নিম্ন লিখিত উপারে আর্থসামাজিক উন্নয়নের অবদান রাখছে ঃ

শিং ঃ মহিষের শিং হতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপজাত যেমন ঃ বোতাম, চিরুনী, চাবুক ও চাকুর হাতল ইত্যাদি তৈরী করা যায়।

জমি চাষে ব্যবহার ঃ গ্রামাঞ্চলে ও উপকূলীয় অঞ্চলে মহিষকে জমি চাষের প্রধান মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত করা হয়।

মালামাল বহনেঃ গ্রামাঞ্চলে মহিষ প্রধানত মালামাল বহনে ব্যবহৃত হয়ে দুধ ঃ মহিষের দুধ থেকে বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরী করা যায় যেমনঃ ঘি, দই, মাখন, পাউডার দুধ ও শিশু খাদ্য ইত্যাদি। মহিষের দুধ থেকে উৎপাদিত দইও বাজারে বেশ সমাদৃত ও উচ্চমূল্যে বিক্রি করা যায়।

চামড়া ঃ মহিষের চামড়া বিদেশে রপ্তানি কিংবা দেশীয় চামড়া শিল্পের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মহিষের চামড়া হতে জুতা, বেল্ট, লাগেজ ইত্যাদি তৈরী করা যায়।

গোবর ঃ মহিষের গোবর সাধারণত খামারীরা জমিতে সার হিসেবে ও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

মাংস ঃ মানুষের প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষের একটি অংশ মহিষের মাংস থেকে আসে।

মহিষ ও গরুর দুধের তুলনামূলক পুষ্টিমান

১০০ গ্রাম ফ্রেস দুধের পুষ্টিসমূহ

পুষ্টি উপাদান	মহিষের দুধ	গরুর দুধ
প্রোটিন/আমিষ (গ্রাম)	৪.১	৩.২
ফ্যাট/চর্বি (গ্রাম)	৯.০	৩.৭
কার্বহাইড্রেট/শর্করা (গ্রাম)	৪.৮	৪.৬
শক্তি (কিলোক্যালরী)	৬৬	১১৮

মহিষের মাংসের পুষ্টিমান

পুষ্টি উপাদান	*পরিমান*
পানি (%)	৭৪.৪
প্রোটিন (%)	২০.২
ইথার ইক্সট্রাকশন (%)	১.০৩
অ্যাশ (%)	১.১১
এনএফই (%)	৩.২৪
টোটাল পিগমেন্ট (মি.গ্রাম/গ্রাম)	৪.১০
মায়োগোবিন (মি.গ্রাম/গ্রাম)	২.৫০
কোলেস্টেরল(মি.গ্রাম/গ্রাম)	৬৪.০

উৎস: Banerjee, 1983

মহিষ পরিচিতি

বাংলাদেশে প্রধানত দুই ধরনের মহিষ পাওয়া যায়। এগুলো হল-

১. নদীর মহিষ
২. জলাভুমির মহিষ

জলাভূমির মহিষ

উৎপত্তি ভারতে হলেও এ জাতের মহিষ বাংলাদেশের মধ্যভাগ ও পশ্চিম অঞ্চলে পাওয়া যায়। এরা সাধারণত পরিষ্কার পানিতে থাকা পছন্দ করে।

উৎপত্তি ভারতে হলেও এ জাতের মহিষ বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়। এরা সাধারণত কাদার পানিতে গড়াগড়ি করতে পছন্দ করে।

মহিষের জাত পরিচিতি

বাংলাদেশে নিদিষ্ট কোন জাতের মহিষ নেই। সাধারনত খামারীরা দেশী জাতের মহিষ পালন করে থাকে। তবে উপকূলীয় অঞ্চলের কিছু কিছু স্থানে নিলিরাভি এবং মুররাহ জাতের মহিষ পাওয়া যায় যা সাধারনত ভারত ও পাকিস্থান থেকে এদেশে এসেছে। এ দুটি উন্নত জাতের মহিষের পরিচিতি নিম্নে দেয়া হলো ঃ

নিলি রাভী মহিষ ঃ

পাকিস্থানের সুটলেজ নদীর উপত্যকায় নীলি মহিষের জন্ম। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে কিছু কিছ এ জাতের মহিষ পাওয়া যায়।

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য ঃ

কপাল প্রশাস্ত এবং নাকের অংশটি বেশ উঁচু।
মাথা লম্বাটে এবং দু'চোখের মাঝখানের অংশটি গর্তাকৃতি।
শিং ছোট এবং শর্পিল ভাবে বাকানো।
ঘাড় লম্বা এবং শরু এবং ষাড় মহিষের ঘাড় মোটা ও শক্তিশালী।
বুক প্রশস্ত এবং ডিউলেপ অনুপস্থিত।
পা ছোট, সোজা এবং বেশ মজবুত।
গায়ের রং সাধারনত কালো কিন্তু কপাল, মুখ এবং পায়ে সাদা চিহ্ন থাকতে পারে।
ওলান বেশ উন্নত

চিত্রঃ নিলি রাভী মহিষ

উৎপাদনক্ষমতা ঃ

এ জাতের মহিষের ওজন ৪৫০-৫৫০ কেজি, লেকটেশন পিরিয়ড ২৭০-৩০৫ দিন এবং দুধ উৎপাদন প্রায় ১০৩০-২৯০৭ লিটার/লেক্টেশন হয়ে থাকে।

মহিষের রোগ সমূহ

অন্যান্য গবাদিপশুর তুলনায় মহিষ তুলনামূলকভাবে কম রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। সাধারনত যে সব রোগে প্রাপ্ত বয়স্ক মহিষ ও মহিষের বাছুর আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং সময়মত চিকিৎসা না করলে মারা যেতে পারে সে সব রোগের কারণ, লক্ষণ এবং প্রতিকার নিম্নে দেয়া হলোঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক মহিষের রোগসমূহ

- তড়কা
- বাদলা
- ক্ষুরা রোগ
- গলাফোলা

মহিষ বাছুরের রোগসমূহ

- নিউমোনিয়া
- ডায়রিয়া
- নাভি পচাঁ
- পেটফাঁপা

তড়কা রোগ ঃ

রোগের কারণ ঃ ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে।

লক্ষণ ঃ

- সুস্থ পশু হঠাৎ লাফ দিয়ে অথবা টলতে টলতে খিঁচুনি দিয়ে মারা যায়।
- শরীরের তাপমাত্রা ১০৪-১০৬০ ফাঃ পর্যন্ত হতে পারে।
- পশু মারা যাবার পর রক্ত জমাট বাঁধে না।
- মরার পর নাক-মুখ দিয়ে রক্তের ফেনা বের হয়। পেট ফুলে যায় ও
- মৃতদেহে দ্রুত পচন ধরে।
- ১-২ দিনের মধ্যেই পশু খুব দুর্বল ও অবশ হয়ে পরে এবং মারা যায়।

চিত্রঃ তড়কা রোগে আক্রান্ত মহিষ

প্রতিরোধ ঃ

- টিকা প্রদান করে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
- মৃত পশুকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।
- গোয়ালঘর জীবানুনাশক দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

চিকিৎসা ঃ

পেনিসিলিন দ্বারা মাংসে ইনজেকশন দিতে হবে। তবে ক্রিস্টালাইন পেনিসিলিন দিয়ে শিরায় ইনজেকশন দিয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বাদলা রোগ

রোগের কারণ ঃ ইহা এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমণ হয়ে থাকে।

লক্ষণ ঃ

- সাধারণত ৬-১৮ মাস বয়সী বাড়ন্ত স্বাস্থ্যবান বাছুর বেশি আক্রান্ত হয়।
- প্রথমে খুব জ্বর (তাপমাত্রা ১০৫-১০৬০ ফাঃ পর্যন্ত) হয়।
- এ রোগে পশুর মাংসপেশী আক্রান্ত হয় এবং আক্রান্ত স্থান ফুলে যায়।
- ফুলা অংশের ভেতর পচন ধরে এবং টিপ দিলে পচপচ শব্দ হয়।
- ফুলা স্থান কাটলে বাতাস ও ফেনাযুক্ত তরল পদার্থ বের হয়।
- খাওয়া ও জাবর কাটা বন্ধ হয়ে যায়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

- ০৬ মাস বয়য়ে এ রোগের প্রতিষেধক টিকা দিলে ০১ বছর পর্যন্ত এ রোগ হয় না।আশঙ্কাযুক্ত এলাকায় প্রতি ১০০ কেজি ওজনের পশুর জন্য ০২ মিলি ব্ল্যাককোয়ার্টার অ্যান্টিসিরাম ইনজেকশন দিতে হবে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা ঃ এটি দূরারোগ্য ব্যাধি, তবে পেনিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

চিত্র: বাদলা রোগে আক্রান্ত মহিষ

ক্ষুরা রোগ

রোগের কারণ ঃ ইহা ভাইরাস দ্বারা ঘঠিত একটি রোগ ।

লক্ষণ ঃ

- মুখে, জিহ্বায় ও ক্ষুরে ঘা হয়।
- মুখ দিয়ে লালা পড়ে।
- জ্বর হয় (শরীরের তাপমাত্রা ১০৫০ থেকে ১০৬০ ফাঃ পর্যন্ত) হয়।
- পশু কিছু খেতে পারে না।
- দুধাল গাভী মহিষের দুধ কমে যায়।
- পায়ের ক্ষুরায় ঘা হওয়ায় হাটতে পারে না।
- এ রোগে আক্রান্ত বাছুরের মৃত্যুর হার বেশি।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

- টিকা প্রদান করে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
- মুখ ও পায়ের ঘারের জন্য ফিটকারি বা পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট অল্প পরিমানে পানিতে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার মুখ ও পা ধুইয়ে দিতে হবে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা ঃ

- দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমন থেকে রক্ষা করার জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এন্টিবায়োটিক যেমন সালফোনামাইড ইনজেকশন দিতে হবে।
- পায়ের ঘা দ্রত সারানোর জন্য সালফোনামাইড পাউডার ক্ষতস্থানে ব্যবহার করতে হবে।

চিত্র: ক্ষুরা রোগে আক্রান্ত মহিষ

গলাফোলা

রোগের কারণ ঃ পাসটুরেলা মালটোসিডা নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে।

লক্ষণ ঃ

- শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫-১০৭$^{\circ}F$ পর্যন্ত হতে পারে।
- গলাফোলে যায়, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং মুখ হাঁ করে শ্বাসকার্য চালায়।
- ফুলা ক্রমশ গলা থেকে বুক পর্যন্ত ছাড়িয়ে পড়ে।
- ফুলা জায়গায় হাত দিলে গরম অনুভব হয়, টিপ দিলে বসে যায়।
- ফুলা স্থানে খুব ব্যাথা হয়।
- জিহ্বা ফুলে যায় এবং মুখ দিয়ে লালা পড়ে।
- নাক দিয়ে ঘন সাদা, লালচে, শেস্বা পড়ে।
- খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। অবশেষে মহিষ মারা যায়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

- আক্রান্ত পশুকে সুস্থ পশু থেকে আলাদা করতে হবে।
- সকল সুস্থ পশুকে প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা ঃ

- উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন এন্টিবায়েটিক যেমনঃ সালফোনামাইড, সেপ্ট্রাইক্সন শিরায় ইনজেকশন দিলে সুফল পাওয়া যায়।

চিত্র: গলাফোলা রোগে আক্রান্ত মহিষ

প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট

উপকুলীয় অঞ্চলের মধ্যে প্রকল্প অঞ্চল চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার উড়িরচর মহিষ পালনের জন্যে প্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলের প্রায় দুই হাজার পরিবার দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত পদ্ধতিতে মহিষ পালন করে আসছে। প্রকল্প অঞ্চলটিতে অন্য অঞ্চল থেকে গবাদি পশুর প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান বেশী থাকায় অধিকাংশ পরিবার আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড হিসেবে মহিষ পালন করে আসছে। যদিও দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলর মানুষ মহিষ পালন করে আসছে তথাপি এলাকাটি বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল বলে জনগণ অপেক্ষাকৃত কম সচেতন। ফলে মহিষ পালনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের উন্নত ব্যবস্থাপনা যেমন: সঠিক জাতের মহিষ নির্বাচন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বাসস্থান ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অনুসরণ না করে মহিষ পালন করে আসছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকাটি বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল হওয়ায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় (ট্রলার একমাত্র যানবাহন যা জোয়ার ভাটার উপর নির্ভর করে) মহিষ পালেন সাথে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা সর্ম্পকিত প্রয়োজনীয় সহায়তা মহিষ পালনকারীদের সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণের সুযোগ কম। বর্ণিত বিষয় দুটির কারণে প্রকল্প এলাকায় মহিষের মৃত্যুর হার অধিক। যদি প্রকল্প এলাকায় খামারীদের প্রয়োজনীয় কারিগরী ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের মহিষ পালনের উন্নত ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে দক্ষ করে তোলা যায় এবং প্রকল্প এলাকায় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা যায় তবে মহিষের মৃত্যুর হার হ্রাস করা, মহিষের দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং খামারীদের আয় উল্লেখ যোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বর্ণিত বিষয়গুলোর বিবেচনায়, মহিষ পালন উপ–খাতের উন্নয়নে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার উড়িরচরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা "এসডিআই" এর মাধ্যমে উপকূলীয় চরাঞ্চলে প্রচলিত পদ্ধতিতে উন্নত ব্যবস্তাপনায় মহিষ পালনের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদন, আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্ম -সংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প " শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পটি গ্রহণ করে। পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরী সহযোগীয় সহযোগী সংস্থা "এসডিআই" ১ বছর মেয়দী প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে।

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী

প্রকল্পের মেয়াদকাল	ঃ	এক (১) বছর
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	ঃ	জানুয়ারী ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত
প্রকল্পের উপকারভোগী	ঃ	মহিষ পালনকারী উদ্যোক্তা
প্রকল্পের উপকারভোগী উদ্যোক্তার সংখ্যা	ঃ	দুইশত (২০০) জন
প্রকল্পের কর্ম এলাকা	ঃ	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার উড়িরচর ইউনিয়নের ০৭টি ওয়ার্ড এবং নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার আওতাধীন উড়িরচর ইউনিয়নের ০২টি ওয়ার্ড
প্রকল্পের মোট বাজেট	ঃ	১৯,৭৫,২৬০ টাকা, এরমধ্যে পিকেএসএফ ৬২% (১২,২১,৭৮০ টাকা) এবং অবশিষ্ট ৩৮% (৭,৫৩,৪৮০)এসডিআই বহন করেছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য ঃ

উন্নত ব্যবস্থাপনায় মহিষ পালনের মাধ্যমে মহিষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা ও উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্য ঃ

- উন্নত ব্যবস্থাপনায় মহিষ পালন করে অধিক দুধ উৎপাদন করা।
- চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে মহিষের মৃত্যুর হার হ্রাস করা।
- উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা ঃ

প্রকল্পের কর্ম এলাকা হিসাবে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার উড়িরচর ইউনিয়নের ০৭টি ওয়ার্ড এবং নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার আওতাধীন উড়িরচর ইউনিয়নের ০২টি ওয়ার্ডকে নির্বাচন করা হয়েছে।জেলা: চট্টগ্রাম, উপজেলা: সন্দ্বীপ, ইউনিয়ন: উড়িরচর, মোট ওয়ার্ড: ০৯ টি

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ

খামারী নির্বাচন ঃ

চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার উড়িরচরে দুই সহস্রাধিক পরিবার রয়েছে, যাদের একটি অংশই পারিবারিক ভাবে দেশী জাতের মহিষ পালন করছে। মহিষ পালন ব্যবসাগুচ্ছের উন্নয়নের জন্যে উড়িরচরে ইউনিয়নের অবস্থিত ৯ টি গ্রামের খামারীদের মধ্য হতে কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের জন্যে ২০০জন আগ্রহী মহিষ পালনকারীকে প্রকল্পের আওতায় নির্বাচন করা হয়েছে। এ সকল চাষীকে এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে করে এদের মধ্যে উন্নত ব্যবস্থাপনায় মহিষ পালন প্রচলন করা হলে অন্যদের মধ্যেও এর প্রদর্শন প্রভাব পড়ে এবং সার্বিকভাবে এ ব্যবসাগুচ্ছের উন্নয়ন হয়।

১ মহিষ পালনকারীদের মহিষ পালনের উন্নত প্রযুক্তি প্রদান ঃ

১.১ খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ

প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত সকল খামারীকে প্রচলিত পদ্ধতিতে উন্নত ব্যবস্থাপনায় মহিষ পালন বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে। খামারীরা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছে। প্রশিক্ষণে মহিষের জাত পরিচিতি , মহিষের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বাসস্থান ব্যবস্থাপনা, গর্ভবতী মহিষের যত্ন, বাছুরের যত্ন, ষাড় মহিষের ব্যবস্থাপনা, প্রজনন ব্যবস্থাাপনা, টিকা ও কৃমিনাশক বিষয়ক আলোচনা, বিভিন্ন রোগ এদের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত আলোচনা, দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি, দুধ বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয় সর্ম্পকে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন।

চিত্র ঃ প্রশিক্ষন প্রদান

১.২ খামারীদের রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতে খামারীদের প্রদত্ত প্রশিক্ষণের শিক্ষণসমূহ ও মহিষ পালন বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করার জন্য এবং বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান যাতে মাট পর্যায়ে হুবহু প্রয়োগ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে খামারীদের প্রদত্ত প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কারিগরি বিষয় এবং তথ্য পূন:উপস্থাপনসহ খামারীদের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যাতে খামারী প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে পুরোপুরিভাবে মহিষ পালনে লাগাতে পারে।

চিত্র ঃ রিপ্রেসার্স প্রশিক্ষন প্রদান

১.৩ লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডারদের (এলএসপি) প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ

প্রকল্পের আওতায় ০৫ জন লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) কে গবাদিপশুর প্রাথমিক স্বাস্হ্যসেবা ও ভেটেরিনারি ফার্মেসী বিষয়ক ১৫ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নোয়াখালী সদর প্রাণিসম্পদ অফিসে উক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণের ফলে এলএসপি ও সহ: টেকনিক্যাল অফিসারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

চিত্র: এলএসপিদের প্রশিক্ষণ প্রদান

২. রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা

২.১ মহিষকে টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান ঃ

মহিষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে মহিষের রোগ প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী বিষয়। শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হলে চিকিৎসা খরচ কমানোর পাশাপাশি মহিষের মৃত্যুহার কমানো সম্ভব হয়। রোগ প্রতিরোধে মহিষের নিয়ম মাফিক টীকা প্রদান ও কৃমিনাশক খাওয়ানো আবশ্যক । এ বিবেচনায় প্রকল্প এলাকার মহিষ পালনকারীদের উৎসাহিত করতে এবং প্রকল্পভুক্ত সকল মহিষ পালনকারীর শতভাগ মহিষ বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক প্রদান ও কৃমিনাশক খাওয়ানো নিশ্চিত করতে প্রকল্পের আওতায় ভ্যাকসিনেশন ও কৃমি মুক্তকরণ ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে এবং ক্ষুরা, তড়কা, বাদলা এবং গলাফোলা রোগের টিকা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি মহিষকে কৃমিনাশকও খাওয়ানো হয়েছে।

চিত্র: টিকা প্রদান

২.২ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কার্ড প্রদান ঃ

খামারীদেরকে মহিষের রোগ সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ এবং রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত টিকার নাম ও প্রয়োগবিধিসহ উল্লেখপূর্বক কার্ড তৈরী করে খামারীকে প্রদান করা হয়। কার্ডে ব্যবহৃত টিকা ও কৃমিনাশকের নাম ও ব্যবহারের তারিখ লিপিবদ্ধ থাকায় যে কোন খামারী তার মহিষকে প্রদান করা টিকা ও কৃমিনাশকের নাম ও ব্যবহারের তারিখ সহজেই বলতে পারে।

২.৩ এলএসপিদের কীটবক্স সহ প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট উপকরণ সহায়তা প্রদান ঃ

প্রকল্পভুক্ত খামারীরা প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের অধিবাসী হওয়ায় তারা পর্যাপ্ত সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। চরাঞ্চলে বিশেষজ্ঞ প্রাণি চিকিৎসক নেই। ফলে খামারীরা সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। চিকিৎসাসেবার উন্নতির লক্ষে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ০৫ জন এলএসপিকে ০৫টি কীটবক্স প্রদান করা হয়। প্রতিটি কীটবক্সে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়। এতে খামারীরা পূর্বের তুলনায় বেশি চিকিৎসা সেবা গ্রহন করতে পাচ্ছে।

৩. অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

৩.১ ঘাসের ব্যবস্থাপনা ঃ

চরাঞ্চলে মহিষ পালনকারীরা মহিষের খাদ্যের জন্যে প্রাকৃতিক ঘাসের উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত এ ঘাসের যোগান কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে থাকে আবার কখনও ঘাসের সঙ্কট দেখা দেয়। সারা বছরব্যাপী মহিষ পালনের জন্যে নিরবচ্ছিন্ন সবুজ ঘাসের সরবরাহ থাকা আবশ্যক।

চিত্র: উড়ি ঘাস

চিত্র: পুকুরে উৎপাদিত কলমি ঘাস

৩.২ ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভাঃ

মহিষ পালনের ক্ষেত্রে মহিষ পালনকারীরা প্রশিক্ষণলব্ধ প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান যাতে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে মহিষ পালনের নানান বিষয়ে নিয়মিতভাবে তাদেরকে হালনাগাদ তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্যে ইস্যুভিত্তিক সভার আয়োজন করা হতো। প্রকল্পভুক্ত এলাকায় মোট ১২ টি সভার আয়োজন করা হয়। তাছাড়া সভায় বিভিন্ন রোগ , দুধ উৎপাদন , ঘাসের সমস্যা ও পানি সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে খামারীদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৩.৩ খামারীদের সাথে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সংযোগ স্থাপন ঃ

প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত প্রতিটি প্রশিক্ষণে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা রিসোর্স পার্সন হিসবে অংশগ্রহনের মাধ্যমে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন । এসব প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। ফলে খামারীরা নিয়মিত মহিষ পালন বিষয়ক প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা গ্রহন করতে পারছেন।

চিত্রঃ খামারীদের সাথে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সংযোগ স্থাপন ও টিকা প্রদান

৩.৪ সার্বক্ষনিক পরামর্শ সেবা প্রদান ঃ

প্রকল্পের আওতায় একজন ০১জন টেকনিক্যাল অফিসার ও ০১জন সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করে নিয়মিত খামারীদের খামার পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় কারিগরী পরামর্শ সেবা প্রদান করেছে। প্রকল্প কর্মকর্তাদের নিবিড় তদারকির ফলে খামারীরা সার্বক্ষনিক প্রযুক্তিলব্ধ জ্ঞানের আলোকে টিকা প্রদান, কৃমিনাশক ঔষধ সেবন , রোগের চিকিৎসা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা গ্রহন করতে সক্ষম হয়েছে।

চিত্রঃ সার্বক্ষনিক পরামর্শ সেবা প্রদান

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনসমূহ

আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ঃ

প্রকল্পের সকল কর্মকান্ড যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্যে পিকেএসএফ হতে প্রকল্পের জন্যে মোট বরাদ্ধ ছিল ১২,২১,৭৮০/- (বার লক্ষ একুশ হাজার সাতশত আশি)। প্রকল্প শেষে মোট ব্যয় হয়েছে ১১,৮৯,৪২৬ টাকা যা মোট বরাদ্ধের ৯৭.৩৫% (বিস্তারিত গ্রাফ-১)।

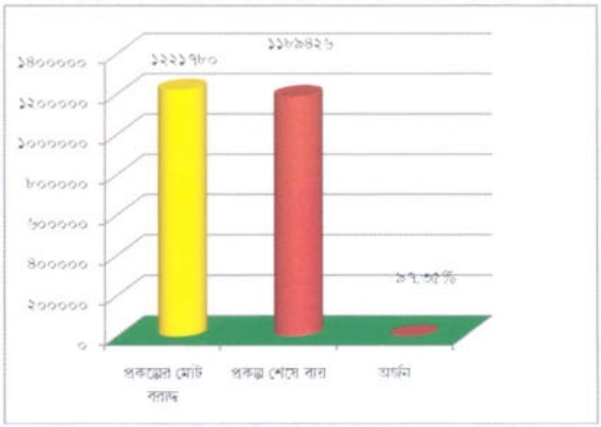

কর্মকান্ড ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ঃ

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কর্মকান্ড অত্যন্ত সফলভাবে ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গৃহিত সকল কর্মকান্ড সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার কারণে প্রকল্পের লক্ষ্য অনুযায়ী মহিষের মৃত্যুহার কমেছে এবং উৎপাদন উলেযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্প গ্রহণের ফলে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের মহিষ পালন বিষয়ে বিষয়ে একদিকে ব্যবস্থাপনিক পরিবর্তন এসেছে তেমনী অন্যদিকে মহিয়ের মৃত্যুহার পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে এবং দুধ উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে যা খামারীদের আয় বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

মহিষের খাদ্য ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন ঃ

মহিষের খাদ্য পরিপাক প্রণালী রোমন্থক গরুর মতই, মহিষের রোমেনএ উপস্থিত অনুজীব দ্বারা খাদ্য খেয়েও উচ্চ মানের দুধ ও মাংস উৎপাদন করতে পারে। মহিষের প্রধান খাদ্য হচ্ছে আঁশজাতীয় খাবার যেমন ঃ ঘাস, খড় ও

লিগিউমস। মহিষের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের সিংহ ভাগ আসে ঘাস থেকে। দানাদার জাতীয় খাবার প্রয়োজন শরীরের বৃদ্ধি, গর্ভধারণ ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়। প্রকল্প থেকে নানাবিদ কর্মকান্ড যেমনঃ খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, উন্নতজাতের কাঁচাঘাস চাষে উদ্বুদ্ধকরণ, সঠিক পরিমানে দানাদার খাদ্য প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে যা মহিষের রোগ ব্যধি প্রতিরোধ এবং দুধ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে (বিস্তারিত টেবিল-১)। বর্তমানে কিছু খামারী খেসারি ও মাসকালাই চাষ করছে এবং সংরক্ষণ করে রাখছে পরবর্তী শুস্ক মৌসুমের জন্য যখন মাঠে ঘাস থাকে না। স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত -উড়িঘাষ, হেলেঞ্চা এবং মেলেঞ্চা ঘাস প্রধানত প্রকল্প এলাকার মহিষের জন্যে কাঁচঘাসের প্রধান উৎস যা সাধরণত মে/জুন থেকে অক্টোবর/নভেম্বর মাস পর্যন্ত মাঠে থাকে। ফলে সারা বছর খামারীরা মহিষকে কাঁচা ঘাস সরবরাহ করতে পারে না। এ অবস্থায় খামারীদের উন্নতজাতের কাচা ঘাস নেপিয়ার চাষ করার পরামর্শ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে কিছু সংখ্যক খামারী উন্নত জাতের ঘাস নেপিয়ার চাষ শুরু করেছে (বিস্তারিত টেবিল-১ এ)।

প্রাপ্ত বয়স্ক মহিষ ছাড়াও বাছুর মহিষের খাদ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা এ সময় মহিষের মুত্যুহার বেশি হয়ে থাকে। বাচ্চা দেয়ার পর পর যদি বাছুর মহিষ ঠিকমত মা মহিষের দুধ না পায় তবে তাকে আলাদা করে বোতল ফিডিং করাতে হবে। এ সময় বোতল ফিডিং মহিষের বাচ্চা পুষ্টিহীনতাজনিত মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে ।

টেবিল-১ঃ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য

কর্মকান্ড	প্রাক-মূল্যায়নে	চুড়ান্ত মূল্যায়নে
মহিষকে নিয়মিত দানাদার খাদ্য প্রদান	২৭	২০০ জন
ওজন ও দুধ উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে খাদ্য প্রদান	০	২০০ জন
বাছুর মহিষকে বোতল ফিডিং করানো	০	২০০ জন

মহিষের বাসস্থানের পরিবর্তন ঃ

প্রকল্প গ্রহণের প্রচলিত ভাবে প্রকল্প এলাকার খামারীরা মহিষের জন্যে পৃথক কোন উন্নত মানের বাসস্থান তৈরী করতো না। তারা মহিষকে সাধারনত কিল্লাতে রাখতো। ফলে মহিষ রোগ ব্যধিতে বেশি আক্রান্ত হতো। প্রকল্প গ্রহণের পর এ বিষয়ে খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান হয় এবং নিয়মিত মোটিভেশন দেয়া হয়। বর্তমানে প্রকল্পভুক্ত মহিষ পালনকারীরা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের আলোকে মহিষের বাসস্থান উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অনেক মহিষ পালনকারী মহিষের জন্যে উপযুক্ত (বাসস্থানের জন্য নির্ধারিত স্থানের মাটি তুলনামূলক ভাবে শক্ত থাকা, আশে পাশে জমি থেকে উচুঁ থাকা) আবাস স্থল তৈরি করতে সচেষ্ট হচ্ছে এবং কিছু মহিষ পালনকারী মহিষের আবাসস্থল উন্নয়ন করেছে।

চিত্র: প্রকল্প গ্রহণের পরে তৈরীকৃত বাসস্থান (কিল্লা)

চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন ঃ

লাভজনকভাবে মহিষ পালনের পূর্বশত মহিষ থেকে নিয়মিত কাংখিত মাত্রায় দুধ উৎপাদন এবং মহিষের শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রেখে তাকে সময়মত কৃষিকাজে ব্যবহার করা। মহিষের নিয়মিত কাংখিত মাত্রায় দুধ উৎপাদন এবং সুস্থ্য থাকা ভালো খাদ্য ও বাসস্থান এবং উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। মহিষকে নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য প্রদানের পাশাপাশি রোগমুক্ত রাখতে হবে। মহিষকে রোগমুক্ত রাখার পূর্বশত মহিষকে নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন এবং কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে। প্রকল্প অঞ্চলের অধিকাংশ খামারী মহিষকে নিয়মতি টিকা প্রদান করে না। ফলে প্রতি বছর প্রকল্প অঞ্চলে প্রচুর মহিষ নানাবিদ সংক্রামক রোগ যেমন: তড়কা,বাদলা, গলাফোলা, ক্ষুরারোগে মারা যায় বিশেষ করে প্রকল্প অঞ্চলের মহিষ। বর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় প্রকল্পের আওতায় নিয়মিত টিকা প্রদান ক্যাম্পের আয়োজন করে প্রকল্পভুক্ত সকল খামারীর মহিষকে উপরে বর্ণিত রোগের সিডিউলভিত্তিক টিকা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে মাত্র ২২জন খামারী মহিষকে নিয়মিত টিকা দিত যা প্রকল্প শেষে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২০০ জন (বিস্তারিত টেবিল-২ এ এবং গ্রাফ - ২)।

বিবরণ	প্রাক-মূল্যায়ন (জন)	চূড়ান্ত-মূল্যায়ন (জন)
মহিষকে নিয়মিত টিকা প্রদান	২২	২০০

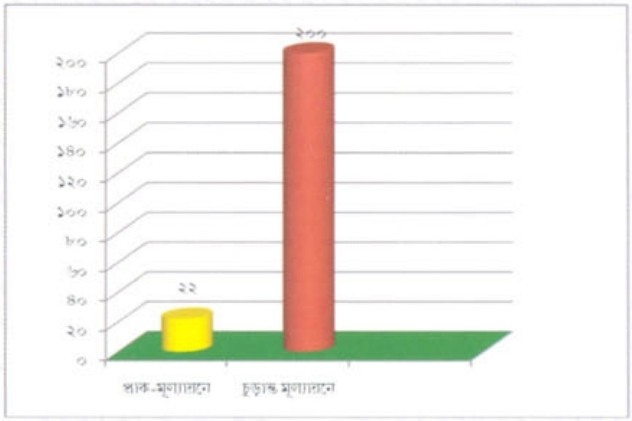

বাংলাদেশে অধিকাংশ গবাদীপশু পুষ্টিহীনতায় ভুগে থাকে। এর প্রধান কারণ পরজীবীর প্রার্দূভাব বেশি। বেশির ভাগ গবাদীপশু অধিকাংশ সময় কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। কৃমি আক্রান্ত যত খাবার দেয়া হয় খাবারের একটি বড় অংশ কৃমি খেয়ে ফেলে ফলে প্রাণী পুষ্টিহীনতায় ভুগে থাকে। এ সকল প্রাণী স্বাভাবিক ক্ষমতার চেয়ে কম দুধ উৎপাদন করে থাকে। অধিকাংশ খামারীকে মহিষকে নিয়মিত কৃমিনাশক খাওয়ায় না। বর্ণিত বিবেচনায় প্রকল্প থেকে সহায়তা প্রদানের কৃমিনাশক ক্যাম্প আয়োজন করে প্রকল্পভুক্ত সকল খামারীর মহিষকে কৃমিনাশক খাওয়ানো হয়েছে। এ বিষয়ে খামারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে নিয়মিত মহিষকে কৃমিনাশক প্রদানকারী খামারীর সংখ্যা ছিল ২৪ জন যা বর্তমানে বেড়ে দাড়িয়েছে ২০০ জন (বিস্তারিত টেবিল-৩ এবং গ্রাফ-৩)। ফলে প্রকল্প এলাকায় মহিষের কৃমি আক্রান্ত হওয়ার প্রার্দূভাব কমেছে যা চিকিৎসা খাতে ব্যয় কমাতে এবং দুধ উৎপাদন বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।

বিবরণ	প্রাক-মূল্যায়ন (জন)	চূড়ান্ত-মূল্যায়ন (জন)
মহিষকে নিয়মিত কৃমিনাশক প্রদান	২৪	২০০

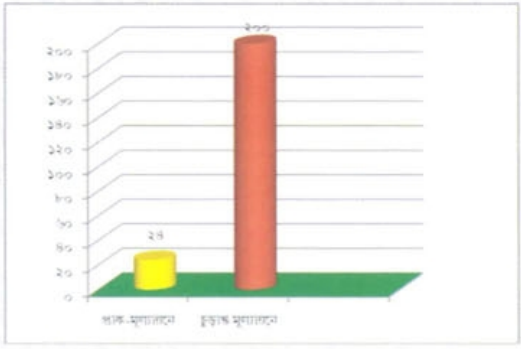

মহিষকে নিয়মিত টিকা প্রদান এবং কৃমিনাশক খাওয়ানোর পাশাপাশি ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে খামারীদের যথেষ্ট সচেতনতা বেড়েছে যেমন: বর্তমানে মহিষের চিকিৎসার দরকার হলে বেশির ভাগ খামারী সরকারী বা প্রাইভেট ভেটেরিনারী সার্জন নিকট থেকে নিচ্ছে যা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে অনেক কম ছিল। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্প ২০০জন খামারীর মধ্যে ১০০% খামারী স্থানীয় অপ্রশিক্ষিত পল্লী চিকিৎসক/ গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তার কাছ থেকে চিকিৎসা সেবা নিতো। প্রকল্প শেষে এই চিত্রটি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। বর্তমানে প্রকল্পভুক্ত প্রায় সকল খামারী সরকারী বা প্রাইভেট ভেটেরিনারী সার্জন এর নিকট থেকে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করছে এবং অপ্রশিক্ষিত পল্লী চিকিৎসক বা গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারের কাছ থেকে কেউ চিকিৎসা সেবা নিচ্ছে না যা মহিষের রোগবালাই আক্রান্ত হওয়া এবং মৃত্যুহার কমিয়ে দিয়েছে (বিস্তারিত টেবিল-৪ এ)।

টেবিল-৪ঃ চিকিৎসা ও সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

চিকিৎসা ও পরার্মশ সেবা গ্রহণ	প্রাক-মূল্যায়নে	চুড়ান্ত মূল্যায়নে
সরকারী বা প্রাইভেট ভেটেরিনারী সার্জন নিকট থেকে	০	২০০
অপ্রশিক্ষিত পল্লী চিকিৎসক থেকে	২০০	০

মহিষের মৃত্যুহার হ্রাস ঃ

প্রকল্প এলাকার মহিষ সাধারনত বিভিন্ন সংক্রামক রোগে, পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত এবং পুষ্টিহীনতার কারণে মারা যেত। বর্ণিত বিবেচেনায়, মহিষের মৃত্যুহার হ্রাসের উদ্দেশ্যে প্রকল্প থেকে নিয়মিত টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান, ডাক্তারের মাধ্যমে সার্বক্ষনিক কারিগরি, পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং প্রকল্পের প্রভাবে উন্নত খাদ্য, বাসস্থান এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় খামারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ সকল কর্মকান্ড সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের মহিষের মৃত্যুহার ২% এর নিচে নেমে এসেছে যা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ৮.৯৫% (বিস্তারিত টেবিল-৫ এবং গ্রাফ -৪ এ)।

বিষয়সমূহ	*প্রাক-মূল্যায়নে*	*চুড়ান্ত মূল্যায়নে*
মহিষের সংখ্যা	৩৫৯৬ টি	৪০৮০ টি
মহিষের মারা গেছে	৩২২ টি	৮২টি
মহিষের মৃত্যুহার	৮.৯৫%	০২%

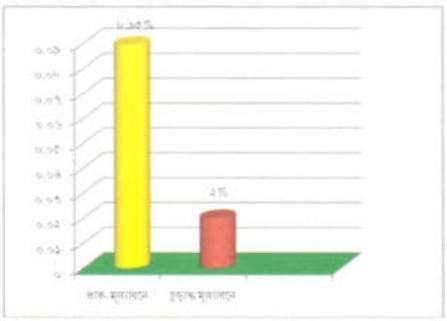

দুধ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন ঃ

উড়িরচরে মহিষ দুধের বাজারজাতকরণ বলতে মূলত বেশিরভাগ খামারীরা তাদের উৎপাদিত দুধ গোয়ালাদের নিকট অগ্রীম টাকার বিনিময়ে সরবরাহ করে থাকে। গোয়ালারা হচ্ছে কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার অধিবাসী। গোয়ালারা উড়িরচরের স্থানীয় কিছু দুধ ব্যবসায়ীর মাধ্যমে খামারীদের সাথে আর্থিক লেনদেন বা দুধ ক্রয় করে থাকে এক্ষেত্রে দুধের মূল্য ৩৮ টাকা। গোয়ালারা সাধারণত মহিষের বাচ্ছা জন্মদানের পরে দুধ ক্রয় বাবদ খামারীদের অগ্রীম মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে থাকে। ফলে মহিষ খামারীরা সহজেই গোয়ালাদের ব্যবসায়ীক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যায় । এতে খামারীরা দুধের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। খামারীরা ধীরে ধীরে দুধের বিনিময়ে ঐ টাকা পরিশোধ করে। এছাড়া কিছু খামারী তাদের উৎপাদিত দুধ স্থানীয় দোকান (মিষ্টি,ঘি, দধি প্রস্তুতকারক এবং চা বিক্রেতার) নিকট সরবরাহ করে থাকে। উড়িরচরে দুধ বাজারজাতকরনে যে সমস্যাটি প্রধান হয়ে দাড়িয়েছে সেটি হলো যোগাযোগ ব্যবস্থা । পাশ্ববর্তী কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা কিংবা সুবর্ণচরের সাথে যোগাযোগের জন্য কোন রাস্তা বা সেতু নেই। দৈনিক এক বার জোয়ারের সময় ট্রলারের মাধ্যমে পাশ্ববর্তী অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয় যা দুধ বাজারজাতকরণের প্রধান অন্তরায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না হওয়ার কারণে দুধ ব্যবসায়ীরা এখানে আসে না। বর্ণিত বিবেচনায় স্থানীয় প্রকল্পভুক্ত খামারীদের একত্রে করে খামারীদের মাঝ থেকে

একজন উদ্যোক্তা তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয় যে খামারীদের কাছ থেকে ন্যার্যমূল্যে দুধ ক্রয় করবে এবং লঞ্চ ঘাট পর্যন্ত পৌছিয়ে দিবে এবং অপর প্রান্ত হতে কোম্পানীগঞ্জ বা সূর্বণচরের দুধ ব্যবসায়ীরা ক্রয় করে নিয়ে যাবে। এ বিষয়ে প্রকল্প থেকে প্রযোজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং খামারীদের সচেতন করা হয়। এ সকল কর্মকান্ডের ফলে প্রকল্প এলাকায় একজন উদ্যোক্তা তৈরী হয়েছে যে নিয়মিত খামারীদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করছে এবং লঞ্চ ঘাটে নিয়ে অন্য বড় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করছে। এভাবে স্থানীয়ভাবে একটি দুধ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে (বিস্তারিত টেবিল-৫ এ)।

টেবিল-৫ ঃ দুধ বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত তথ্য

বিষয়সমূহ	*প্রাক-মূল্যায়নে*	*চুড়ান্ত মূল্যায়নে*
দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র	০	১টি
দুধের মূল্য (টাকা/লি)	৩৮	৫০

দুধ উৎপাদনের সময়কাল বৃদ্ধি ঃ

প্রকল্প গ্রহনের পূর্বে মহিষের দুধ উৎপাদন কাল ছিল গড়ে ১৪৫দিন। তখন খামারীরা পুরোপুরি প্রাকৃতিক ঘাসের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং কোন প্রকারের দানাদার খাবার সরবরাহ করত না। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পভুক্ত খামারীরা নিয়মিত দুধালো মহিষকে দানাদার খাদ্য প্রদান এবং কাঁচাঘাস প্রদান করছে। এছাড়া নিয়মিত টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক প্রদানের ফলে রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ার হার কমে গিয়েছে। সার্বক্ষনিক কারিগরী ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের ফলে মহিষের দুধ উৎপাদনের সময়কাল পূর্বের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। এলাকায় খামারীরা ঘাস চাষ করে মহিষকে ঘাস সরবরাহ বৃদ্ধি করায় ও দানাদার খাবারের সরবরাহ করায় দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও দুগ্ধ দানকাল বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প হতে বিভিন্ন সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের ফলে মহিষ প্রতিপালন ব্যবস্থা উন্নয়নের কারণে মহিষের দুধ দেয়ার সময়কাল গড়ে প্রায় ০৫ দিন বৃদ্ধি পেয়েছে (বিস্তারিত টেবিল-৬ এ)।

টেবিল-৬ ঃ দুধ উৎপাদনকাল সংক্রান্ত তথ্য

বিষয়	*প্রাক-মূল্যায়নে*	*চুড়ান্ত মূল্যায়নে*
দুধ উৎপাদনের সময়কাল (গড়ে)	১৪৫দিন	১৫০দিন

দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিঃ

প্রকল্প গ্রহনের পূর্বে মহিষের দুধ উৎপাদন ছিল খুবই কম। দুধ উৎপাদন কম হবার অন্যতম কারণ ছিল পুষ্টিহীনতা। পুষ্টিহীনতার কারণ দুধালো মহিষকে নিয়মিত প্রয়োজনীয় কাঁচাঘাস ও দানাদার খাবার সরবরাহ না করা। অনুন্নত বাসস্থান ব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা। তাছাড়া বিভিন্ন রোগ ও কৃমি আক্রান্ত হবার কারনেও দুধ উৎপাদন কম ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে প্রকল্পভুক্ত খামারীরা উন্নত খাদ্য, বাসস্থান এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় দুধালো মহিষ পালন করছে। পাশাপাশি দুধালো মহিষকে নিয়মিত দানাদার ও কাচাঘাস সরবরাহ করছে। এছাড়া নিয়মিত টিকা ও কৃমিনাশক প্রদানের ফলে রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ার হার হ্রাস পেয়েছে। বর্ণিত বিষয়গুলোর কারণে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের মহিষের সংখ্যাসহ দুধালো মহিষ প্রতি দুধের উৎপাদন বেড়েছে। প্রকল্পের প্রাক জরিপে মোট মহিষের সংখ্যা ছিল ২০৫৩টি এবং দুধালো মহিষ ছিল ২৩৯টি। প্রকল্প শেষে মোট মহিষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৩৪৯ টি এবং দুধালো মহিষের সংখ্যা হয়েছে ৩২৭টি। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে দুধালো মহিষ প্রতি গড়ে দৈনিক দুধ উৎপাদন ছিল ১.৭৫ লিটার যা প্রকল্প শেষে বেড়ে দাড়িয়েছে ২.৫লি. (বিস্তারিত টেবিল-৭ এ)।

টেবিল-৭ঃ দুধ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য

বিষয়	*প্রাক-মূল্যায়নে*	*চূড়ান্ত মূল্যায়নে*	*বৃদ্ধি (%)*
মোট মহিষ সংখ্যা	২০৫৩ টি	২৩৪৯ টি	১৪.৪২
মোট দুধালো মহিষ সংখ্যা	২৩৯ টি	৩২৭ টি	৩৬.৮২
মোট দুধ উৎপাদন	৪১৮ লি.	৮১৮ লি.	৮৫.৬৯
মহিষ প্রতি গড়ে দৈনিক দুধ উৎপাদন	১.৭৫ লি.	২.৫ লি.	

উপসংহার

চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার চরাঞ্চলের মহিষ পালন ব্যবসাগুচ্ছের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধিকল্পে Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ' উপকূলীয় চরাঞ্চলে প্রচলিত পদ্ধতিতে উন্নত ব্যবস্থাপনায় মহিষ পালনের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদন, আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্ম -সংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পটি উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার মহিষ পালনকারীদের শুধুমাত্র মহিষ পালন বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি প্রদান এবং পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরি, পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে খামারীরা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের আলোকে প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি কিছুটা উন্নত ব্যবস্থাপনায় মহিষ পালন করছে যা মহিষের সংখ্যা, মহিষের মৃত্যুহার কমাতে এবং দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বাস্তবায়নে

SDI

সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই)

বাড়ী নং ঃ ২/৪, ব্লক ঃ সি, শাহ্জাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৯১২২২১০, ৯১৩৮৬৮৬ ফ্যাক্স ঃ +৮৮ ০২ ৯১৪৫৩৮১

ই-মেইল ঃ sdi@sdi.org.bd, sdi.hoffice@gmail.com

ওয়েবসাইট ঃ www.sdi.org.bd